NOV. 20 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেড় মাস পর ঢা.বি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের পদার্পণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : গত ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দীর্ঘ দেড় মাস পর ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পদার্পণ করেছেন।

ঢা. বি. কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল তাদের ১১ দফা দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শেষে সদলবলে মধুর কেন্টিনে আসেন।

তবে মাত্র ১০ মিনিট অবস্থান করে নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত এবং ত্রস্ত হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

বাহাদুর বেপারী, সুজিত রায় নন্দী, বলরাম পোদ্দার, আশরাফুল আজিম রুবন, লিয়াকত সিকদার, আর মতিন, রফিকুল ইসলাম কোতয়াল, বেগ শাহীন জাহান, এ কে এম আজিমসহ প্রায় ২২ জন ছাত্রলীগ নেতা গতকাল উপাচার্যের দপ্তরে আলোচনা শেষে মধুর কেন্টিনে আসেন।

মধুর কেন্টিনে প্রবেশ করে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন টেবিলে অবস্থানকারী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে করমর্দন এবং কুশল বিনিময় করেন। এক পর্যায়ে ছাত্রদলের টিবিলে বসা নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ করমর্দন করেন। ছাত্রদল ঢা.বি. শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী কোলাকুলি করেন। এ সময় জিয়া হলের এক ছাত্রদল ক্যাডার পেছন থেকে বাহাদুর বেপারীকে টিজ করে বলে, 'একলা আইছত ক্যা, সেক্রেটারি কই?' এ সময় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেলে মনির হোসেন ঐ ক্যাডারকে ধমকে বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দেন। ২২ জন ছাত্রলীগ নেতাদের কাফেলা থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা ঘোরাঘুরি করেননি। দল থেকে একটু পিছনে পড়ে গেলে দৌড়ে দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। মধুর কেন্টিনে ১০ মিনিট অবস্থান করে কুশল বিনিময় শেষে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ লাইব্রেরির সামনে দিয়ে টিএসসি আসেন এবং ক্যাম্পাস এলাকা ত্যাগ করেন।

ছাত্রলীগ নেতবৃন্দের মধুর কেন্টিনে [অব]স্থানের সময় ছাত্রলীগের কোনো [কর্মী]কে নেতাদের সঙ্গে দেখা যায়নি।